সম্প্রসারণ বার্তা

মাসিক সম্প্রসারণ বার্তা রেজি. নং ডিএ-৪৬২ ◻ ৪৩-৪৪তম বর্ষ ◻ দ্বাদশ ও ১ম সংখ্যা ◻ চৈত্র-বৈশাখ (১৪২৬-১৪২৭) ◻ পৃষ্ঠা ৮

দেশব্যাপী খরিপ-১/২০২০-২০২১ মৌসুমে ৩

দেশব্যাপী প্রধানমন্ত্রীর উন্নয়ন সহায়তায় ভর্তুকি ৪

মহামারী করোনায় হাওর অঞ্চলের কৃষকের ৫

কুমিল্লা ব্রাহ্মণপাড়ায় ব্রি হাইব্রিড-৩ ধানের ৬

ধানের উৎপাদন খরচ কমাতে কৃষিকে ৮

সুনামগঞ্জের হাওরে ধান কাটা পরিদর্শনে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ও পরিকল্পনামন্ত্রী

ভর্তুকি মূল্যে ১০০ কোটি টাকার হারভেস্টার ও রিপার কৃষকদের মাঝে বিতরণ উদ্বোধন

ধান কাটা পরিদর্শন ও ভর্তুকি মূল্যে কৃষিযন্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড.মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি এবং পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান, এমপি

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি এবং পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান, এমপি ২৯ এপ্রিল ২০২০ সুনামগঞ্জের বিভিন্ন উপজেলায় হাওরে কৃষক ও শ্রমিকদের ধান কাটায় উৎসাহ দিতে এবং বোরো ধান কাটার অগ্রগতি দেখতে পরিদর্শন করেন।

দক্ষিণ সুনামগঞ্জের ডুংরিয়ায় পরিদর্শন শেষে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি বলেন, এ সময়টা বোরো ধান কাটার মৌসুম। আমাদের সারা বছরের মোট চাল উৎপাদনের অর্ধেকের বেশি জোগান দেয় বোরো ধান। সেজন্য, শুধু হাওর নয়, সারা দেশের ফসল সুষ্ঠুভাবে ঘরে তোলা জরুরি। এটি করতে পারলে বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা অনেকাংশে নিশ্চিত হবে। কৃষি মন্ত্রণালয় এসব বিষয় বিবেচনায় নিয়ে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, করোনার বিরূপ পরিস্থিতির মধ্যেও হাওরের বোরো ধান কাটার জন্য *(২য় পৃষ্ঠা ১ম কলাম)*

কৃষি প্রণোদনা নিয়ে কোন অনিয়ম-দুর্নীতি হলে কঠোরব্যবস্থা নেয়া হবে - মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি, কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষি প্রণোদনা নিয়ে কোন অনিয়ম-দুর্নীতি হলে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে মন্তব্য করেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি। তিনি বলেছেন, করোনা পরিস্থিতিতে বর্তমানের কৃষি উৎপাদন ধারা অব্যাহত রাখতে এবং উৎপাদন বাড়াতে ভবিষ্যতের ফসলের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। আউশের জন্য বীজ ও সার প্রভৃতি প্রণোদনা বিনামূল্যে সারাদেশে কৃষকের কাছে সরবরাহ করা হয়েছে। *(২য় পৃষ্ঠা ৩য় কলাম)*

আউশ বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রয়োজন আমনের অগ্রিম পরিকল্পনা-কৃষি সচিব

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান, কৃষি সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়

নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল

আউশ বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রয়োজন আমনের অগ্রিম পরিকল্পনা। কোনো জমি পতিত রাখা যাবে না। এসব উঁচু জায়গাগুলো 'কালিকাপুর' মডেলের আওতায় এনে শাকসবজির আবাদ নিশ্চিত করতে হবে। প্রকৃতির বিরুদ্ধে করার কিছু নেই। তবে এর সাথে খাপখাইয়ে কাজ করা দুঃসাধ্য নয়। তাই করোনা পরবর্তী আশানুরূপ উৎপাদন সমন্বিত *(২য় পৃষ্ঠা ৪র্থ কলাম)*

সুনামগঞ্জের হাওরে ধান কাটা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিভিন্ন জেলা থেকে শ্রমিকদের আনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিভিন্ন জেলা থেকে শ্রমিকরা এসে ধান কাটছেন। পাশাপাশি হাওরের জন্য জরুরি ভিত্তিতে ধান কাটা যন্ত্রপাতি দেয়া হয়েছে। প্রতিকূল পরিবেশে হাওরের কৃষক যাতে সহজে যন্ত্রপাতি কিনতে পারে সেজন্য যন্ত্রের দামের ৩০% দেয় কৃষক এবং ৭০% দেয় সরকার । একই সাথে, দেশের অন্য এলাকা থেকে হাওরের আগাম বোরো ধান কাটার জন্য কম্বাইন হারভেস্টার ও রিপার নিয়ে আসা হয়েছে। এর ফলে ইতোমধ্যে হাওরের ৬৫% বোরো ধান কৃষক ঘরে তুলতে পেরেছে। সুনামগঞ্জসহ অতি ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় ৭৫ ভাগ ধান কাটা হয়েছে।

এসময় মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ও পরিকল্পনা মন্ত্রী নতুন ২টি হারভেস্টার কৃষকদের মাঝে বিতরণ করে অতিসম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত ১০০ কোটি টাকার ভর্তুকি মূল্যে কৃষি যন্ত্রপাতি কার্যক্রমের উদ্বোধন করলেন। সারাদেশে ধান কাটা সহজতর করতে মোট ২০০ (আগের ১০০ ও প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত ১০০) কোটি টাকার মাধ্যমে প্রায় ১৩০০টি কম্বাইন হারভেস্টার ও ৯৩৪টি রিপার, ২২টি রাইস ট্রান্সপ্লান্টারসহ বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি কৃষকের কাছে সম্প্রতি পৌঁছে দেয়া হয়েছে বলে জানান কৃষিমন্ত্রী।

মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান বলেন, বর্তমান সরকার স্বাস্থ্য এবং কৃষি খাতকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিচ্ছে। এই দুটি খাত একে অপরের পরিপূরক। স্বাস্থ্য ও কৃষি ছাড়া বাঁচা যাবে না। সেজন্য আগামী বাজেটে কৃষি খাতে আরও বরাদ্দ বাড়ানো হবে। যাতে করে কৃষিকে আধুনিকায়ন ও যান্ত্রিকীকরণ করে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়।

পরে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ও পরিকল্পনা মন্ত্রী কৃষকদের মাঝে সাবান, মাস্ক, গামছা ও লুঙ্গি বিতরণ করেন। এসময় কৃষিমন্ত্রী বলেন, সরকার সব সময় কৃষক ও শ্রমিকদের পাশে রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কৃষি কাজের সময় বজ্রপাতে কেউ মারা গেলে তার ত্রাণ তহবিল থেকে ১ লাখ টাকা করে অনুদান দেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। এসময় স্বাস্থ্যবিধি মেনে সুরক্ষার সাথে কৃষি কাজ চালিয়ে যেতে কৃষকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে মন্ত্রী আহ্বান জানান। যাতে করে করোনা পরিস্থিতিতেও কৃষি উৎপাদন অব্যাহত থাকে। কেউ অসুস্থ বা করোনাক্রান্ত হলে সরকারের পক্ষ থেকে চিকিৎসাসহ সার্বিক সহযোগিতাও প্রদান করা হবে বলে জানান কৃষিমন্ত্রী।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী আরও বলেন, করোনার কারণে বিশ্বব্যাপী খাদ্য উৎপাদন ব্যাহত হতে পারে। খাদ্য সংকট বা দুর্ভিক্ষের আশঙ্কাও করছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা। এ বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সে বার বার কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর নির্দেশ দিচ্ছেন। কৃষিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে প্রতি ইঞ্চি জমিতে ফসল ফলানোর আহ্বান জানাচ্ছেন। আমরা সে লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছি।

পরিদর্শনের সময় স্থানীয় সংসদ সদস্য মোয়াজ্জেম হোসেন রতন, মুহিবর রহমান মানিক, মহিলা সংসদ সদস্য শামিমা শাহরিয়ার, কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ) মোঃ হাসানুজ্জামান কল্লোল, ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মো: শাহজাহান কবীর, জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল আহাদ,পুলিশ সুপার মোঃ মিজানুর রহমান বিপিএম এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মোহাম্মাদ সফর উদ্দিন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষি প্রণোদনা নিয়ে কোন অনিয়ম-দুর্নীতি হলে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পাটবীজ ও তিলের বীজ দেয়া হয়েছে। গ্রীষ্মকালীন শাকসবজির জন্যও প্রণোদনা দেয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, ইতোমধ্যে ৫০০০ কোটি টাকার ৪% সুদে ঋণ প্রণোদনা ঘোষণা দেয়া হয়েছে। এর সাথে কৃষিখাতে ৯০০০ কোটি টাকার ভর্তুকি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।পাশাপাশি, করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে সার্বিক কৃষিখাতের ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে ১৪,৫০০ কোটি টাকার কৃষিঋণ ৯% সুদের স্থলে মাত্র ৪% সুদে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এসব প্রণোদনা বিতরণে কোন অনিয়ম-দুর্নীতি হলে সে যেই হোক না কেন তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। ০২ মে ২০২০ মাননীয় কৃষিমন্ত্রী টাঙ্গাইল জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জেলা প্রশাসন আয়োজিত 'করোনাভাইরাস প্রতিরোধে করণীয় ও বর্তমান পরিস্থিতি' শীর্ষক বিশেষ সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

বিশ্ব খাদ্য সংস্থা (ডব্লিউএফপি) করোনার কারণে বিশ্বের তিন কোটি মানুষের অনাহারে মৃত্যু হতে পারে বলে যে আশঙ্কা করছে, তার প্রভাব বাংলাদেশে পড়তে পারে কিনা সাংবাদিকদের এমন এক প্রশ্নের জবাবে কৃষিমন্ত্রী বলেন, বোরোর বাম্পার ফলন হয়েছে। জমিতে যে ফসল আছে তা যদি সঠিকভাবে ঘরে তোলা যায়, তবে আশা করা যায়, বাংলাদেশে আগামী৭-৮মাসের মধ্যে খাদ্যের কোন ঘাটতি হবে না। বরং কিছু খাদ্য উদ্বৃত্ত থাকতে পারে। তিনি আরও বলেন, করোনার কারণে বিশ্বব্যাপী খাদ্য উৎপাদন ব্যাহত হতে পারে। খাদ্য সংকট বা দুর্ভিক্ষের আশঙ্কাও করছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা। এ বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সে বার বার কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর নির্দেশ দিচ্ছেন। কৃষিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে প্রতি ইঞ্চি জমিতে ফসল ফলানোর আহ্বান জানাচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনানুযায়ী কৃষি মন্ত্রণালয় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে কাজ করে যাচ্ছে। যাতে করে বাংলাদেশে খাদ্য সংকট না হয়,বরং বিশ্বের খাদ্য সংকটেও যাতে করে বাংলাদেশ সহযোগিতা করতে পারে, ভূমিকা রাখতে পারে।

টাঙ্গাইলের জেলা প্রশাসক মোঃ শহীদুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্থানীয় সংসদ সদস্য আতাউর রহমান খান, তানভীর হাসান ছোট মনির, মোঃ ছানোয়ার হোসেন, টাঙ্গাইল জেলার সমন্বয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব মো: আলমগীর, টাঙ্গাইল জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ ফজলুর রহমান খান ফারুক, টাঙ্গাইল পৌরসভার মেয়র জামিলুর রহমান মিরন, সিভিল সার্জন ডাঃ মোহাম্মদ ওয়াহীদুজ্জামান, পুলিশ সুপার সঞ্জিত কুমার রায়, বিপিএম, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক আব্দুর রাজ্জাকসহ জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সভায় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে টাঙ্গাইলে করোনা প্রতিরোধ ও সীমিত পর্যায়ে রাখা এবং সরকারি গাইডলাইন মেনে দরিদ্র ও অসহায় মানুষের মাঝে সঠিক ও সুষ্ঠুভাবে ত্রাণ বিতরণ নিয়ে আলোচনা করা হয়।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

আউশ বৃদ্ধির পাশাপাশি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রচেষ্টায়ই সম্ভব। ২ মে ২০২০ ঝালকাঠির ডিএই সম্মেলনকক্ষে কৃষি কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি কৃষি সচিব জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান এসব কথা বলেন।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (ডিএই) উপপরিচালক মো. ফজলুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বরিশাল অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক মো. আফতাব উদ্দিন। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার মো. মনিরুল ইসলাম, অতিরিক্ত উপপরিচালক মো. খায়রুল ইসলাম মল্লিক প্রমুখ।

দেশব্যাপী খরিপ-১/২০২০-২০২১ মৌসুমে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে স্বাস্থ্য সুরক্ষা অনুসরণ করে আউশ প্রণোদনা উপকরণ বিতরণ

মো. মহসিন মিজি, কৃতসা, কুমিল্লা

কৃষিবান্ধব সরকার দেশের সর্বস্তরের মানুষের খাদ্য চাহিদার বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে আসন্ন খরিফ-১/২০২০-২০২১ মৌসুমে আউশ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে কৃষি প্রণোদনা-২০২০ এর আওতায় বীজ ও সার বিতরণ চালু করেছেন। তারই ধারাবাহিকতায় ১১ এপ্রিল ২০২০ কুমিল্লা নাঙ্গলকোট উপজেলায় ১৭০০ জন কৃষকের মাঝে প্রতিজনকে- ৫ কেজি ধানের বীজ, ২০ কেজি ডিএপি সার, ১০ কেজি পটাশ সার বিতরণ করেন। বিতরণকালে জনাব লামইয়া সাইফুল, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, নাঙ্গলকোট, কুমিল্লা সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে শুভ উদ্বোধন করেন জনাব মো.সামছুদ্দিন (কালু), চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, নাঙ্গলকোট, কুমিল্লা। বিশেষ অতিথি ছিলেন মো. আব্দুল মালেক, মেয়র, নাঙ্গলকোট পৌরসভা; মো. আবু ইউসুফ ভূইয়া, ভাইস চেয়ারম্যান, নাঙ্গলকোট উপজেলা পরিষদ; কুলসুম বেগম, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান,নাঙ্গলকোট উপজেলা পরিষদ। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো. জাহিদুল ইসলাম, উপজেলা কৃষি অফিসার, নাঙ্গলকোট, কুমিল্লা, কিষান কিষানি প্রমুখ।

চট্টগ্রাম

কৃষিবিদ আবু কাউসার মো. সারোয়ার, কৃতসা, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামের মীরসরাই উপজেলায় উপজেলা কৃষি অফিস চত্বরে ২৪ এপ্রিল ২০২০ আউশ প্রণোদনার কৃষি উপকরণ ১৫০০ জন কৃষককের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ রঘুনাথ নাহার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে কৃষকের মাঝে কৃষি উপকরণ বিতরণ করেন মীরসরাই উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব আলহাজ্ব জসীম উদ্দীন এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মোহাম্মদ রুহুল আমিন। প্রদানকৃত প্রণোদনায় কৃষক প্রতি ১ বিঘা জমির জন্য ৫ কেজি ধান বীজ, ২০ কেজি ডিএপি সার এবং ১০ কেজি করে এমওপি সার প্রদান করা হয়েছে। উপজেলাটিতে এবারের আউশ প্রণোদনায় ধান বীজ হিসেবে অধিকাংশ কৃষকের মাঝে ব্রিধান ৪৮ জাতের ধান বীজ প্রদান করা হয়। করোনা পরিস্থিতির কারণে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার অংশ হিসেবে স্বাস্থ্য সুরক্ষা অনুসরণ করে আউশ প্রণোদনার উপকরণ বিতরণ করা হয়।

যশোর

যশোর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর চলতি আউশ মৌসুমে বিনামূল্যে নির্বাচিত চাষিদের মাঝে ৫ মে ২০২০ বীজ, সার বিতরণ করেছে। আউশ ১ম পর্যায়ে ৩,০০০ জন এবং ২য় পর্যায়ে ২,৫০০ জন, প্রতি জনকে ১ বিঘা করে সর্বমোট ৫,৫০০ জনকে প্রণোদনা প্রদান করা হয়। প্রতিজন চাষিকে ৫ কেজি বীজ, ২০ কেজি ডিএপি ও ১০ কেজি এমওপি সার দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ চাষ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৫০ জন চাষীকে ৫ শতক করে চাষের জন্য প্রতিজন চাষীকে ১৩০ গ্রাম পেঁয়াজ বীজ,১০ কেজি ডিএপি ও ১০ কেজি এমওপি সার প্রদানসহ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা বাস্তবায়নের জন্য প্রতি ইঞ্চি জমি যাতে খালি না থাকে সেজন্য প্রত্যেকটি উপজেলার চাষীদের মধ্যে বেগুন, টমেটো, শিম, লাউ, গ্রীষ্মকালীন টমেটোর চারা বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। *(এসএম আহসান হাবীব, কৃতসা, খুলনা)*

রাঙ্গামাটি

কৃষিবিদ প্রসেনজিৎ মিস্ত্রী, কৃতসা, রাঙ্গামাটি

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার উদ্যোগে চলতি আউশ মৌসুমে জেলার প্রত্যেক উপজেলায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের নিকট উফশী আউশ ধানের বীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণ করা হয়। বর্তমানের কৃষি উৎপাদন ধারা অব্যাহত রাখতে উফশী আউশ ধান চাষ বৃদ্ধিতে কৃষকদের উৎসাহ প্রদান এবং চলতি খরিফ-১ মৌসুমে জেলার আউশ ধান চাষযোগ্য সকল জমিকে চাষের আওতায় আনার জন্য লক্ষ্যে এ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়। প্রণোদনার আওতায় প্রথম ধাপে ৩০০০ জন এবং ২য় ধাপে আরো ১০০০ জন কৃষকের প্রত্যেককে ১ বিঘা জমিতে চাষের জন্য ৫ কেজি উফশী আউশ ধানের বীজ (ব্রিধান-৫৮, ব্রিধান-৮২, ব্রিধান-৮৪ ইত্যাদি জাত), ডিএপি সার ২০ কেজি এবং এমওপি সার ১০ কেজি বিনামূল্যে প্রদান করা হয়।

নওগাঁর পোরশা

নওগাঁর পোরশা উপজেলা পরিষদ চত্বরে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর আয়োজনে ১৯ এপ্রিল ২০২০ প্রণোদনার বীজ ও সার বিতরণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা নির্বাহী অফিসার পোরশা জনাব মো: নাজমুল হামিদ রেজার সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন গ্রহন করেন উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব অধ্যক্ষ শাহ মঞ্জুর মোরশেদ চৌধুরী এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মো: কাজীবুল ইসলাম।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপজেলা প্রশাসনও কৃষি অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারী, সাংবাদিক ২০ জন প্রণোদনা সহায়তা গ্রহণকারী ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, চলতি খরিফ ১/২০২০-২১ মৌসুমে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে উফসী আউশ ও গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ উৎপাদনের লক্ষ্যে ১ বিঘার জমির জন্য উফশী আউশ আবাদে ৫ কেজি বীজ, ২০ কেজি ডিএপি, ১০ কেজি এমওপি এবং গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ আবাদে ২০০ গ্রাম বীজ, ১০ কেজি ডিএপি, ১০ কেজি এমওপি প্রদানের ব্যবস্থা নিয়েছে। সেই লক্ষ্যে অত্র উপজেলায় উফশী আউশ ধান চাষে ৬২০ বিঘার জন্য ৬২০ জন এবং গ্রীষ্মকালিন পেঁয়াজ চাষে ০৫ বিঘার জন্য ০৫ জন মোট ৬২৫ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষককে প্রনোদনা প্রদান করা হচ্ছে। *(নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল)*

চাঁপাইনবাবগঞ্জ

মো: আমিনুল ইসলাম, কৃতসা, রাজশাহী

চাঁপাইনবাবগঞ্জ, সদর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে ৫০ ভাগ ভর্তুকির মাধ্যমে ২ জন কৃষকের মাঝে কম্বাইন্ড হারভেস্টর বিতরণ করা হয়েছে ২০ এপ্রিল ২০২০। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব তসিকুল ইসলাম তসি। চাঁপাইনবাবগঞ্জ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর উপপরিচালক জনাব নজরুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আলহাজ্ব রুহুল আমিন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. আলমগীর হোসেন, জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার বিমল কুমার প্রামানিক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারী প্রমুখ। ৫০% ভর্তুকির মাধ্যমে ২ জন কৃষকের মাঝে কম্বাইন্ড হারভেস্টর বিতরণ করা হয়।

পাবনা

আশিষ তরফদার, কৃতসা, পাবনা

সাঁথিয়া উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে উপজেলা পরিষদ চত্বরে নাগডেমরা ইউনিয়নের ছোট পাথাইল হাট গ্রামের আদর্শ কৃষক জনাব সরোয়ার হোসেন কে ৫০% ভর্তুকি মূল্যে কম্বাইন হারভেস্টার প্রদান অনুষ্ঠান ২৭ এপ্রিল ২০২০ অনুষ্ঠিত হয়। সাঁথিয়া উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব আব্দুল্লাহ আল মাহামুদ (দেলোয়ার) প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কম্বাইন হারভেস্টারটি কৃষক সরোয়ার হোসেনকে হস্তান্তর করেন, যার প্রকৃত মূল্যে ২৮ লক্ষ টাকা, ৫০% ভর্তুকি পর মূল্য ১৪ লক্ষ টাকা। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার এস এম জালাল আহমেদ, উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ সঞ্জিব কুমার গোস্বামী প্রমুখ। আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারীবৃন্দ, এসিআই মটর লিমিটেড প্রতিনিধি ও অন্যান্য সুধীমহল।

দেশব্যাপী প্রধানমন্ত্রীর উন্নয়ন সহায়তায় ভর্তুকি মূল্যে কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ

নওগাঁ মহাদেবপুর কৃষকদের মাঝে কম্বাইন্ড হারভেস্টার বিতরণ

নভেল করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে কারণে খাদ্যভাণ্ডার খ্যাত নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর উপজেলায় বোরো ধান কর্তনের শ্রমিক সংকট নিরসনে উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে গত ২১ এপ্রিল ২০২০ মহাদেবপুর উপজেলা পরিষদ চত্বরে ৬ জন কৃষকের মাঝে ৬টি কম্বাইন্ড হারভেস্টার মেশিন বিতরণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে নওগাঁ-৩ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব মো: ছলিম উদ্দিন তরফদার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, নভেল করোনাভাইরাসের বৈশ্বিক মহামারী কারনে বাংলাদেশসহ সারা বিশ্ব এখন লকডাউনে রয়েছে। তাই দেশের শ্রমিক এক জেলা থেকে অন্য জেলায় যেতে পারছেনা। এই সংকটের সময় কৃষকদের আশার আলো দেখিয়ে কম্বাইন্ড হারভেস্টার মেশিনের সাহায্যে এক সঙ্গে সাড়ে তিন হেক্টর জমির ধান কাটা, মাড়াই ও ঝাড়াই করতে দেড়শত শ্রমিক এবং প্রায় ৫০ হাজার টাকা সাশ্রয় করা সম্ভব। তিনি উপজেলার সকল কৃষককে কম্বাইন্ড হারভেস্টার মেশিনের সাহায্যে ধান কর্তনের আহ্বান জানান।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মো: মিজানুর রহমান এর সভাপতিত্বে বিশেষে অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব মো: আহসান হাবিব ভোদা, ভাইস চেয়ারম্যান জনাব অনুকূল চন্দ্র সাহা ও মহাদেরপুর প্রেস ক্লাবের সভাপতি জনাব গৌতম মহন্ত। নভেল করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব হতে রক্ষায় সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে উপজেলার বিভিন্ন কর্মকর্তা-কর্মচারী, সাংবাদিক, কৃষক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মো: দেলোয়ার হোসেন, কৃতসা, রাজশাহী

পিরোজপুরের নাজিরপুরে কৃষককে কম্বাইন্ড হারভেস্টার দিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী

নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল

সরকারি উন্নয়ন সহায়তায় ২৩ এপ্রিল ২০২০ পিরোজপুরের নাজিরপুর উপজেলা পরিষদ চত্বরে একজন কৃষকের হাতে কম্বাইন্ড হারভেস্টার বুঝিয়ে দিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদমন্ত্রী অ্যাডভোকেট শ ম রেজাউল করিম। এ সময় তিনি বলেন, ফসল উৎপাদনের পাশাপাশি এর পণ্য বিপণন ও পরিবহনের কাজে সরকারের সব ধরনের সহযোগিতা অব্যাহত আছে। দেশে লকডাউন চললেও কৃষি শ্রমিক আসা-যাওয়ায় কোনো বাঁধা নেই। ধান কাটায় কৃষকদের যেন সমস্যা না হয়, তাই বিকল্প শ্রমিকের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, করোনা পরবর্তীতে সারা দুনিয়ায় দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা রয়েছে। তাই অন্তত আহারের জন্য আমাদের যা দরকার অর্থাৎ ধানসহ অন্যান্য ফসল, মাছ, মাংস, দুধ এবং ডিমের আশানুরূপ উৎপাদন নিশ্চিত করতে হবে। বাংলাদেশের একজন মানুষও যেন না খেয়ে থাকে।

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (ডিএই) উপপরিচালক আবু হেনা মো. জাফর, উপজেলা চেয়ারম্যান বাবু অমূল্য রঞ্জন হালদার, উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. ওবায়েদুর রহমান, উপজেলা কৃষি অফিসার দ্বিগবিজয় হাজরা প্রমুখ।

রংপুর

কৃষিবিদ ড.মুহ: রেজাউল ইসলাম
কৃতসা, রংপুর

রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলা কৃষি অফিস চত্বরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উন্নয়ন সহায়তায় উপজেলার ৫ জন কৃষকদের মাঝে ৫০% ভর্তুকি মূল্যে কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ২৩ এপ্রিল ২০২০অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা কৃষি অফিস চত্বরে এ যন্ত্রপাতি বিতরণকালে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান নুর মোহাম্মাদ মন্ডল, উপজেলা নির্বাহী অফিসার টি এম. এ মমিন, উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আজিজুর রহমান রাঙ্গা এবং সেক্রেটারি ও পৌর মেয়র এএসএম তাজিমুল হক শামীম, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শফিউল ইসলাম মন্ডল মিলন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান রওশনারা আক্তার রিনা, উপজেলা অফিসার মো: সাদেকুজ্জামান সরকার প্রমুখ। উল্লেখ্য, সুবিধাভুগী কৃষকরা এই মেশিন পেয়ে খুব খুশি। তারা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। এছাড়া কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করতে শুধু নিজেরাই এ মেশিন ব্যবহার করবেন না প্রতিবেশী কৃষকদের কম খরচে ধান কাটতে সহায়তা করবেন ।

ঝালকাঠি সদরে বিনামূল্যে সবজির বীজ বিতরণ

নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল

ঝালকাঠি সদরে বিনামূল্যে কৃষকের মাঝে সবজির বীজ বিতরণ অব্যাহত আছে। এর অংশ হিসেবে ২৯ এপ্রিল ২০২০ উপজেলার বাসন্ডা ও বিনয়কাঠিতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চাষিদের হাতে এ উপকরণ তুলে দেয়ার মধ্য দিয়ে কার্যক্রম শুরু হয়। উপজেলা কৃষি অফিসের আয়োজনে প্রধান অতিথি হিসেবে এর উদ্বোধন করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (ডিএই) উপপরিচালক মো. ফজলুল হক। এ সময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি অফিসার মো. রিফাত শিকদার, চ্যানেল আই'র জেলা প্রতিনিধি মানিক রায় প্রমুখ ।

কর্মসূচির আওতায় ৪০০ কৃষক এ সুবিধা পাবেন। আর এগুলো তাদের বাড়িতে গিয়ে সরবরাহ করা হবে। এসব বীজের মধ্যে ঢেঁড়শ, লালশাক, ডাঁটাশাক, পুঁইশাক, শশা ও ঝিংগা উল্লেখযোগ্য।

উল্লেখ্য, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী প্রতি ইঞ্চি জমির ব্যবহার এবং আগামীতে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষেই এ আয়োজন। এর মাধ্যমে উৎসাহিত হয়ে প্রতিটি কৃষকের পতিত জমি চাষের আওতায় আসবে।

মহামারী করোনায় হাওর অঞ্চলের কৃষকের গোলায় ধান তুলতে উত্তরবঙ্গের কৃষি শ্রমিক

কৃষিবিদ ড.মুহ: রেজাউল ইসলাম, কৃতসা, রংপুর

রংপুর জেলার গঙ্গাচড়া উপজেলার কৃষি শ্রমিক ১৯ এপ্রিল ২০২০ পাঠানো কার্যক্রম উদ্বোধন করেনরংপুরের জেলা প্রশাসক মো: আসিব আহসান।এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রংপুর অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মোহাম্মদ আলী এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রংপুর জেলার উপপরিচালক, কৃষিবিদ ড. মো: সরওয়ারুল হক। গাড়ি দিয়ে পরিবহনে সহযোগিতা করেন স্থানীয় সাংসদ মো: মসিউর রহমান রাঙা। এছাড়া এ সময় শ্রমিকদের মাঝে শুকনা খাবার, মাস্ক ও হ্যান্ডস্যানিটাইজার সরবরাহ করা হয় এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে নিরাপদে কাজ করার পরামর্শ দেন। সম্প্রতি দিনাজপুর জেলার খানসামা উপজেলা হতে ২৫০ জন এবং রংপুর জেলার গঙ্গাচড়া উপজেলার লক্ষ্মীটারি ইউনিয়ন হতে ৬৬ জন শ্রমিক পাঠানো হয়।

সিলেট বিভোগের বিভিন্ন হাওর ধান কর্তনের পরিদর্শন

কৃষিবিদ মোছা. উম্মে হাবিবা, কৃতসা, সিলেট

সিলেট অঞ্চলের সুযোগ্য বিভাগীয় কমিশনার জনাব মো. মশিউর রহমান (এনডিসি) এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সম্মানিত অতিরিক্ত পরিচালক জনাব শ্রী নিবাস দেবনাথ, সুনামগঞ্জ জেলার জেলা প্রশাসক, ডিএই এর ডিডি এবং বিএডিসি এর উর্দ্ধতন কর্মকর্তা এবং চীফ ইঞ্জিনিয়ার পিডব্লিউবি এছাড়াও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তির উপস্থিতিতে সুনামগঞ্জ জেলার বিশম্ভরপুর এর বার্চার হাওর, তাহেরপুর উপজেলার শনির হাওর এবং জামালগঞ্জ উপজেলার ঘাটিয়াল হাওর এর ধান কর্তনের বর্তমান অবস্থা ২১ এপ্রিল ২০২০ সরেজমিনে পরিদর্শন করছেন।

বাড়ি বাড়ি প্রণোদনা পৌঁছে দিচ্ছেন গোদাগাড়ীর কৃষি কর্মকর্তা

মো: আমিনুল ইসলাম, কৃতসা, রাজশাহী

রাজশাহীর গোদাগাড়ীতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের '২০১৯-২০ অর্থবছরে খরিফ-১/২০২০-২১ মৌসুমে প্রণোদনা কর্মসূচি'র আওতায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে প্রথম পর্যায়ে বিনামূল্যে প্রণোদনার রাসায়নিক সার ও বীজ বিতরণ করা হয় ১২ এপ্রিল ২০২০ ।

সার ও বীজ উপজেলা সদর থেকে দেয়ার কথা থাকলেও কৃষকের সুবিধার কথা চিন্তা করে এবং করোনা প্রতিরোধে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য উপজেলা কৃষি অফিসারকৃষিবিদ শফিকুল ইসলাম নিজ উদ্যোগে ফেরি করে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বীজ ও সার পৌঁছে দেন। এ বছর প্রণোদনা কর্মসূচীর আওতায় কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে উফশী আউশ ও পেঁয়াজ বীজসহ জনপ্রতি ৫ কেজি বীজ, এমওপি সার ১০ কেজি এবং ডিএপি সার ২০ কেজি করে বিতরণ করা হয়।

যশোরের বাঘারপাড়ায় মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু কৃষি উৎসব অনুষ্ঠিত

এস এম আহসান হাবিব, কৃতসা, খুলনা

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ ড. মোঃ আখতারুজ্জামান, অতিরিক্ত পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), ডিএই, যশোর অঞ্চল

জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী পালন উপলক্ষ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর দেশব্যাপী ইউনিয়ন পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু কৃষি উৎসবের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এরই অংশ হিসেবে ১৭ মার্চ ২০২০ যশোর অঞ্চলের বাঘারপাড়া উপজেলার নারকেলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে কৃষি উৎসবের আয়োজিত অনুষ্ঠানের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন যশোর অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) উপপরিচালক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর যশোর কৃষিবিদ ড. মোঃ আখতারুজ্জামান। বাঘারপাড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তানিয়া আফরোজ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা যশোর কৃষিবিদ বিরেন্দ্র নাথ মজুমদার, নারকেলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান আবু তাহের আবুল সরকার ও অতিরিক্ত উপপরিচালক কৃষিবিদ সঞ্জয় কুমার দাস। প্রধান অতিথি কৃষিবিদ ড. মোঃ আখতারুজ্জামান বলেন, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী সারা বাঙ্গালি জাতি পালন করছে। বঙ্গবন্ধু আজ বেঁচে নেই কিন্তু তার আদর্শ বেঁচে আছে এবং বঙ্গবন্ধুর আদর্শ নিয়েই আমরা এগিয়ে যেতে চাই। তিনি বলেন, কৃষি তথা কৃষকের উন্নয়নে কৃষিতে বঙ্গবন্ধুর দর্শন কাজে লাগিয়ে বর্তমান সরকার সারের মূল্য কমানো, প্রণোদনা বিতরণ, কৃষি যন্ত্রপাতিতে ভর্তুকি প্রদান,কৃষির আধুনিক প্রযুক্তি চাষি সাধারণের মাঝে পৌঁছে দেয়ার কাজ করে যাচ্ছে। অনুষ্ঠান শেষে প্রধান অতিথি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাসহ বিশেষ অতিথিদের নিয়ে উপজেলা কৃষি দপ্তর স্থাপিত বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

কুমিল্লা ব্রাহ্মণপাড়ায় ব্রি হাইব্রিড-৩ ধানের রেকর্ড পরিমাণ ফলন

মো. মহসিন মিজি, কৃতসা, কুমিল্লা

ব্রি হাইব্রিড-৩ ধানের প্রদর্শনী প্লটে ধান কর্তন

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ব্রাহ্মণপাড়ার বাস্তবায়নে; হাইব্রিড রাইস বিভাগ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর এর আর্থিক সহযোগিতায়, ব্রাহ্মণপাড়া বরদশিয়া ব্লকে, উপসহকারী কৃষি অফিসার মো. হোসেন মিয়ার পরামর্শে, কৃষক মো. আবুল হাসেমের ১ বিঘা জমিতে ব্রি হাইব্রিড-৩ ধানের প্রদশনী ট্রায়াল হিসেবে চাষ করা হয়। ৫ মে ২০২০ প্রদর্শণী প্লটের ধান কর্তন করা হয়। ২০ বর্গ মিটার কর্তন করে ২৫ কেজি ধান পাওয়া যায়। যা কাঁচা অবস্থায় হেক্টরে ১২.৫ টন ফলন হয়েছে। শস্য কর্তনে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি অফিসার, কৃষিবিদ মো. মাহবুবুল হাসান, ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লাসহ অন্যান্য কর্মকর্তা কর্মচারী, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিক বৃন্দ, এলাকার কৃষক ও গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ।

নাটোরের সিংড়ায় কম্বাইন্ড হারভেস্টারের সাহায্যে শস্য কর্তন

মোছা: সুমনা আক্তারী, কৃতসা, রাজশাহী

নাটোরের সিংড়া উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে উপজেলার তাজপুর ইউনিয়নের রাখালগাছা ব্লকের শহরবাড়ী মাঠে কম্বাইন্ড হারভেস্টারের সাহায্যে জিরাশাইল জাতের বোরো ধান কর্তন ২৫ এপ্রিল ২০২০ অনুষ্ঠিত হয়। বারো ধান কর্তন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নাটোর জেলা প্রশাসক জনাব মো: শাহরিয়াজ পিএএ। বিশেষ অতিথি ছিলেন নাটোর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার কৃষিবিদ জনাব মো: বেলাল উদ্দিন এবং সিংড়া উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ জনাব মো: সাজ্জাদ হোসেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নাটোর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ জনাব সুব্রত কুমার সরকার। কৃষক মো: শাহাদত হোসেনের ৮ বিঘা জমিতে জিরাশাইল জাতের বোরো ধান কম্বাইন্ড হারভেস্টারের মাধ্যমে কর্তন করা হয়। শ্রমিক ও ব্যয় সাশ্রয়ের জন্যকম্বাইন্ড হারভেষ্টরের মাধ্যমেকর্তন শেষে মাড়াই-ঝাড়াই করে ধানের বিঘায় প্রতি ২৪ মণ ফলন পাওয়া যায়।

ধানের উৎপাদন খরচ কমাতে -মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

-শেষের পৃষ্ঠা পর

অপেক্ষায় আছে। এটি অনুমোদিত হলে আগামী বছরে আরো বেশি করে কম্বাইন হারভেস্টার, রিপার, রাইস ট্রান্সপ্লান্টারসহ বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি কৃষকের কাছে বিতরণ করা যাবে। এর মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ও কৃষিতে বিপ্লব ঘটবে বলেও মনে করেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী।

পঙ্গপালের বিষয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশে পঙ্গপাল আসার নজির নেই। এটি সাধারণত পাকিস্তান ও ভারতের রাজস্থান পর্যন্ত আসে। এদেশে আসার সম্ভাবনা কম। তবু বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে কক্সবাজারে বিজ্ঞানীদের পাঠানো হয়েছে। তিনি আরো বলেন, কক্সবাজারে পঙ্গপাল এসেছে এই ধারণা ঠিক নয়। তবে কী পোকা এসেছে এবং তা কতটুকু ক্ষতিকর সেটি দেশিয় ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের সাথে আলোচনা করে ঠিক করা হবে। এবং তাঁদের মতামত নিয়ে পরবর্তী করণীয় ঠিক করা হবে বলেও জানান মাননীয় কৃষিমন্ত্রী।

মধুপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার আরিফা জহুরার সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে উপজেলা চেয়ারম্যান ছরোয়ার আলম খান, পৌর মেয়র মাসুদ পারভেজ এবং উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি খন্দকার শফি উদ্দিন মনি প্রমুখসহ উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পরে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মধুপুর শহীদ স্মৃতি উচ্চবিদ্যালয় মাঠে ব্যক্তিগত উদ্যোগে ৩০০টি দরিদ্র ও অসহায় পরিবারের মাঝে মানবিক সহায়তা হিসেবে ত্রাণ বিতরণ করেন। এছাড়া, টেংরি গোরস্থান ঈদগাহ মাঠে সাবেক ছাত্রনেতা রাইসুল ইসলাম জুয়েল এর উদ্যোগে আরো ৩০০টি দরিদ্র ও অসহায় পরিবারের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করেন। করোনা থেকে নিরাপদে থাকতে সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে ত্রাণ বিতরণ করা হয়।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

নিরাপদ সবজি ও ফলমূল খান
রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ান

ত্রাণের আওতার বাইরে কেউ নেই-মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

-শেষের পৃষ্ঠা পর

ধনী-গরিব নির্বিশেষে সকল মানুষ এই রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। সরকারি নির্দেশনা ও স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে মেনে আপনারা সাবধানে থাকবেন যাতে করোনাক্রান্ত না হন। পরে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ধনবাড়ী পৌরসভার মেয়র খন্দকার মঞ্জুরুল ইসলাম তপনের উদ্যোগে কলেজ মাঠে আরো ৩০০জন দরিদ্র ও অসহায় পরিবারের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করেন। এছাড়াও, বিকালে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী টাঙ্গাইলের মধুপুর উপজেলায় ২৫০০ দরিদ্র ও অসহায় পরিবারের মাঝে মানবিক সহায়তা হিসেবে ত্রাণ বিতরণ করবেন।

পরে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ধনবাড়ী উপজেলা মিলনায়তনে স্থানীয় প্রশাসন, জনপ্রতিনিধিবৃন্দ এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনীর সাথে করোনা প্রতিরোধ, ত্রাণ বিতরণ এবং ধান কাটা বিষয়ে মতবিনিময় করেন। সভায় তিনি করোনা মোকাবিলায় সরকারের নির্দেশনাগুলোকে সঠিকভাবে মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নে সকলকে একসাথে নিষ্ঠার সাথে কাজ করা আহ্বান জানান। এ সময় স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের উদ্দেশে তিনি বলেন, সরকার ত্রাণ বিতরণে অনিয়ম রোধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে অনিয়মকে কোন রকম প্রশ্রয় দিচ্ছে না। ইতোমধ্যে ত্রাণ বিতরণে অনিয়মে জড়িতদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এই দুসময়ে-মহাদুর্যোগে মানবিকতা ভুলে যারা ত্রাণ বিতরণে অনিয়মে জড়িত হবে তাদের বিরুদ্ধে আরও কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। এ অনুষ্ঠানে উপজেলা চেয়ারম্যান হারুনুর রশীদ হীরা, উপজেলা নির্বাহী অফিসার আরিফা সিদ্দিকা, সার্কেলএএসপি কামরান হোসেনসহ উপজেলা পর্যায়ের সকল কর্মকর্তা এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ধান কাটা বিষয়ে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, এ সময়টা বোরো ধান কাটার মৌসুম। সারাদেশে এবছর বোরো চাল উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা হলো ০২ কোটি ০৪ লাখ ৩৬ হাজার মেট্রিক টন। আমাদের সারা বছরের মোট চাল উৎপাদনের প্রায় ৫৫ ভাগের যোগান দেয় বোরো ধান। সেজন্য, শুধু হাওর নয়, সারা দেশের ফসল সুষ্ঠুভাবে ঘরে তোলা জরুরি। আর এটি করতে পারলে বাংলাদেশের ধান উৎপাদনে তা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। একই সাথে, নিশ্চিত করবে খাদ্য নিরাপত্তা। কৃষি মন্ত্রণালয় এসব বিষয় বিবেচনায় নিয়ে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি বলেন, ধান কাটার জন্য বিভিন্ন জেলা থেকে শ্রমিকের যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হয়েছে, তারা স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিভিন্ন জেলায় ধান কাটতে যাচ্ছেন। ইতোমধ্যে সারাদেশে ১০০ কোটি টাকার মাধ্যমে প্রায় ৮০০টি কম্বাইন হারভেস্টার ও ৪০০টি রিপারসহ বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি কৃষকের কাছে পৌঁছে দেয়া হয়েছে। আরও ১০০ কোটি টাকা দিয়ে সমপরিমাণ কৃষি যন্ত্রপাতি অচিরেই কৃষকের কাছে পৌঁছে দেয়ার কার্যক্রম চলছে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

হাওরে ধান কাটতে বিভিন্ন জেলা থেকে শ্রমিক আসছে- মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

-শেষের পৃষ্ঠা পর

ড. মো.আবদুল মুঈদ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট এর মহাপরিচালক ড. মোঃ শাহজাহান কবীর, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক নিখিল চন্দ্র সেন, নেত্রকোনার জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার এবং উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট ঐ চাষি ও শ্রমিক ব্যতিত কোন রাজনৈতিক কর্মী, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি বা জনগণ কেউ উপস্থিত ছিলেন না। করোনা থেকে নিরাপদে থাকতে সামাজিক দূরত্ব কঠোরভাবে অনুসরণ করা হয়। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী কৃষকদের মাঝে সাবান, গামছা ও লুঙ্গি বিতরণ করেন। এসময় তিনি বলেন, আমাদের অনুরোধে শ্রমিকগণ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ধান কাটতে এসেছেন। আমরা তাদেরকে উৎসাহিত করতে এবং তাদের প্রতি সহানুভূতি জানাতে এসেছি। সরকার সব সময় তাদের পাশে রয়েছে। কেউ অসুস্থ বা করোনাক্রান্ত হলে সরকারের পক্ষ থেকে চিকিৎসাসহ সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা হবে।

তিনি আরও বলেন, সারাদেশে এবছর বোরো ধান উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা হলো ০২ কোটি ০৪ লাখ ৩৬ হাজার মেট্রিক টন। এ লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ২০ ভাগের যোগান দেয় হাওরাঞ্চলের বোরো ধান। হাওরে বছরে শুধু একটি ফসল হয়, সেটি হলো বোরো ধান। এই ফসল ফলাতে হাওরের কৃষকেরা হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে এবং সার, সেচ, বালাইনাশকসহ প্রভৃতিতে তার সর্বস্ব বিনিয়োগ করে। এ ফসল যদি নষ্ট হয়, সময়মতো ঘরে না তোলা যায় তাহলে কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। পাশাপাশি, সারাদেশে খাদ্যের সংকট সৃষ্টি হতে পারে। এ অবস্থায়, হাওরের ফসল সুষ্ঠুভাবে ঘরে তোলা জরুরি। আর এটি করতে পারলে বাংলাদেশের ধান উৎপাদনে তা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। একই সাথে, নিশ্চিত করবে খাদ্য নিরাপত্তা। কৃষি মন্ত্রণালয় এসব বিষয় বিবেচনায় নিয়ে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

ধান কাটার জন্য বিভিন্ন জেলা থেকে শ্রমিকের যাতায়াত নির্বিঘ্ন করা, কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ এবং শ্রমিকদের ধান কাটায় উৎসাহ প্রদানসহ নানা উদ্যগোর কথা তুলে ধরে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় প্রশাসন, জেলা পুলিশ, স্বাস্থ্য বিভাগএবং জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন কৃষি বিভাগকে সম্পৃক্ত করে আমরা হাওরে আসার জন্য শ্রমিকদের সবধরণের সহায়তা দিচ্ছি। গমনেচ্ছুক শ্রমিকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে প্রত্যয়ন পত্র প্রদান, নিরাপদ যাতায়াতের জন্য গাড়ি, নির্বিঘ্ন গমনাগমন এবং ধান কাটা স্থলে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে থাকার ব্যবস্থা প্রভৃতি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে নেয়া হচ্ছে।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, শ্রমিকের পাশাপাশি হাওর এলাকায় ধান কাটার জন্য ২৯৪ টি কম্বাইন্ড হার্ভেস্টার ও ৪০৬ টি রিপার ব্যবহৃত হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে অতি সম্প্রতি ৭০% ভর্তুকিতে জরুরিভিত্তিতে প্রেরিত নতুন ১২৮টি কম্বাইন্ড হার্ভেস্টার এবং ২৩টি রিপার। প্রতিকূল পরিবেশে হাওরের কৃষক যাতে সহজে যন্ত্রপাতি কিনতে পারে সেজন্য যন্ত্রের দামের ৩০% দেয় কৃষক এবং ৭০% দেয় সরকার । একই সাথে, দেশের অন্য এলাকা থেকে হাওরের আগাম বোরো ধান কাটার জন্য কম্বাইন হারভেস্টার ও রিপার প্রেরণ করা হয়েছে। এসব যন্ত্রপাতি দিয়ে পুরোদমে ধান কাটা শুরু হয়েছে।

এছাড়াও, জেলার কর্মহীন বিভিন্ন পেশার মানুষকে খাদ্য সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে ধান কাটায় উৎসাহিত করা হচ্ছে। অদ্যবধি হাওর এলাকায় ২৬১,০০০ শ্রমিক ধান কর্তনের কাজে নিয়োজিত আছে। ফলে আশা করা যায়, আগাম বন্যা বা অন্য কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ না হলে হাওরের কৃষকেরা সময়মতো সুষ্ঠুভাবে ধান ঘরে তুলতে পারবে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

ঘরে থাকুন
নিরাপদে থাকুন
সুস্থ থাকুন

সম্প্রসারণ বার্তা

৪৩-৪৪ তম বর্ষ/দ্বাদশ ও প্রথম সংখ্যা
চৈত্র-বৈশাখ (১৪২৬-১৪২৭) বঙ্গাব্দ; মার্চ-মে ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

ধানের উৎপাদন খরচ কমাতে কৃষিকে যান্ত্রিকীকরণ করা হবে -মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

অনুষ্ঠানে কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ করছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি, কৃষি মন্ত্রণালয়

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি বলেছেন, বোরো ধানসহ সকল ধানের উৎপাদন খরচ অনেক বেশি। ধানের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করতে হলে উৎপাদন খরচ কমাতে হবে, সেজন্য কৃষিকে যান্ত্রিকীকরণ করতে হবে। ধান রোপণ, কাটা, মাড়াই এবং শুকানোসহ সব কাজে যন্ত্র ব্যবহার করতে হবে। আর সেলক্ষ্যে এবছর ভর্তুকি মূল্যে ২০০ কোটি টাকার কম্বাইন হারভেস্টার, রিপার, রাইস ট্রান্সপ্লান্টারসহ বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি কৃষকের কাছে বিতরণ চলছে। ০১ মে ২০২০ মাননীয় কৃষিমন্ত্রী টাঙ্গাইলের মধুপুর উপজেলা পরিষদ চত্বরে উপজেলা কৃষি অফিস আয়োজিত কৃষি মন্ত্রণালয়ের পরিচালন বাজেটের আওতায় ভর্তুকি মূল্যে কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

তিনি আরো বলেন, কৃষি যান্ত্রিকীকরণের জন্য ৩২০০ কোটি টাকার একটি প্রকল্প একনেকে অনুমোদনের *(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠা ৩য় কলাম)*

ত্রাণের আওতার বাইরে কেউ নেই-মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

অনুষ্ঠানে ত্রাণ বিতরণ করছেন প্রধান অতিথি মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি, কৃষি মন্ত্রণালয়

করোনার এই দুর্যোগময় সময়ে মানবিক সহায়তা এবং ত্রাণের আওতার বাইরে কেউ নেই বলে মন্তব্য করে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মো: আব্দুর রাজ্জাক, এমপি বলেছেন, সরকার সবার কাছে ত্রাণ পৌঁছে দিতে সাধ্যমতো চেষ্টা করছে। পর্যাপ্ত ত্রাণ রয়েছে। পর্যায়ক্রমে সবাই সহায়তা পাবেন। আপনাদেরকে ধৈর্য্য ধরে সরকারকে সহযোগিতা করতে হবে। এই সরকার জনবান্ধব ও গণমুখী সরকার সবসময় আপনাদের পাশে আছে। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ২২ এপ্রিল ২০২০ টাঙ্গাইলের ধনবাড়ীর পাইস্কা উচ্চবিদ্যালয় মাঠে দরিদ্র ও অসহায় পরিবারের মাঝে ত্রাণ বিতরণের সময় এসব কথা বলেন। করোনা থেকে নিরাপদে থাকতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে তিনি ৩০০জন দরিদ্র ও অসহায় পরিবারের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করেন।

এইসময় ধনবাড়ি-মধুপুরের জনগণের উদ্দেশে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, মহামারী করোনার কারণে সারা বিশ্বের মানুষ আজ আতঙ্কিত। *(৭ম পৃষ্ঠা ১ম কলাম)*

হাওরে ধান কাটতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিভিন্ন জেলা থেকে শ্রমিক আসছে- মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

বোরো ধান কাটা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে পরিদর্শন করছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি, কৃষি মন্ত্রণালয়

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মো: আব্দুর রাজ্জাক, এমপি বলেছেন, বৈশ্বিক মহামারী করোনার কারণে বিশ্বব্যাপী খাদ্য উৎপাদন ব্যাহত ও সরবরাহ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার বিষয়ে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) ইতোমধ্যেই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছে। করোনার কারণে খাদ্য সংকটে পড়তে পারে পুরো বিশ্ব। দেখা দিতে পারে দুর্ভিক্ষও। এর প্রভাব বাংলাদেশেও পড়তে পারে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইতোমধ্যেই করোনার মহামারির কারণে মন্দার হাত থেকে অর্থনীতিকে রক্ষা করতে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও মজুদ বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন। প্রতি ইঞ্চি জমিতে ফসল ফলানোর নির্দেশনা দিয়েছেন। ২১ এপ্রিল ২০২০ মাননীয় কৃষিমন্ত্রী নেত্রকোনার মদন উপজেলার গোবিন্দশ্রী ইউনিয়ন এবং খালিয়াজুরী উপজেলার মেন্দিপুর ইউনিয়নের হাওরে বোরো ধান কাটা পরিদর্শনের সময় এসব কথা বলেন। এসময় সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী মো: আশরাফ আলী খান খসরু, স্থানীয় সংসদ সদস্য অসীম কুমার উকিল, স্থানীয় সংসদ সদস্য মানু মজুমদার, কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মো: নাসিরুজ্জামান, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক *(৭ম পৃষ্ঠা ২ কলাম)*

সম্পাদক : কৃষিবিদ ফেরদৌসী বেগম
কৃষি তথ্য সার্ভিসের অফসেট প্রেসে মুদ্রিত ও প্রেস ম্যানেজার (অ.দা.) শিল্পী মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ কর্তৃক প্রকাশিত, গ্রাফিক ডিজাইন : মনোয়ারা খাতুন
ফোন : ০২৫৫০২৮৪০৪. ফ্যাক্স : ৯১১৬৭৬৮ ইমেইল : dirais@ais.gov.bd, editor@ais.gov.bd ওয়েবসাইট : www.ais.gov.bd